দিল্লী অনেক দূর

খাদ্য ও দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধে
গণ-আন্দোলনের ডাক

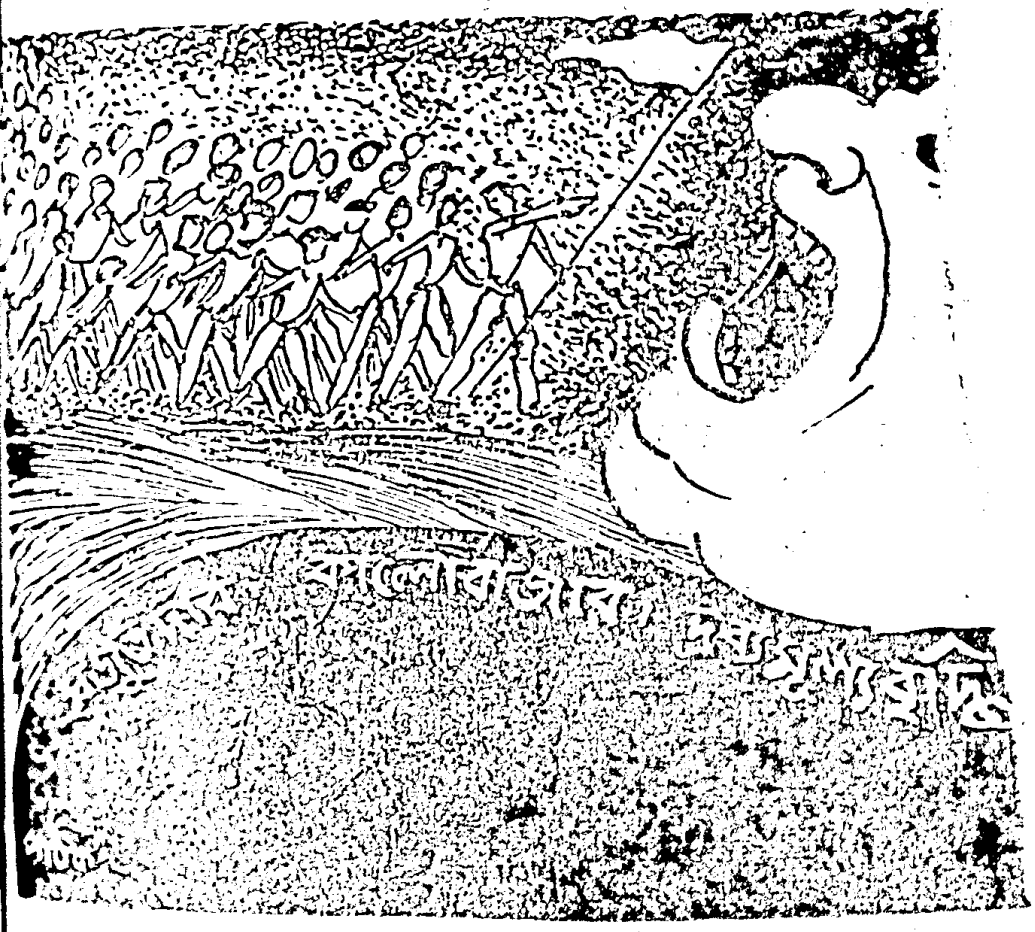

বিরস বাংলার সরস কথা (৮)

শ্রীকুমার পাউক। মূল্য দশ পয়সা মাত্র।

মুদ্রণ—২৫-৫-৬৭

দিনবদলের পালা

হঠাৎ দেখিনু ক'দিন পর
হু-হু-করে বাড়ে বাজার দর
কেমনে সবের রাতারাতি ফের বেড়েছে দর
এ বাজারে হায় বেঁচে থাকা দায় বুক করে ধর্ ফর্।
ওরে ভাবিতে পারি না আর
ওরে জেগেছে কালো বাজার
মজুত দারেরা দাঁও মেরে ফের বাগিয়ে নিতেছে তার
থেকে থেকে ক্ষুধা জেগে জেগে ওঠে
ছেলে মেয়ে চায় খেতে
বাজারের চাল হঠাৎ উধাও
এবার মরিব ভাতে।
হথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ছুটাছুটি করি চালের আশায়
গিয়েছি বিরাটি গেছি গড়িয়ায় কিনে আনা তাও দায়
কেনরে জনতা চুপচাপ হেন ?
বাজারের দশা এ রকম কেন ?
ছাড়রে কুঁড়েমী, ছাড় এই মন
গণ কমিটী করিয়া গঠন
কালো বাজারীকে ধরিয়া ধরিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর
যরে চোরামাল পাবিরে যখন
দম দম দাওয়াই উচিত তখন
জন-গন রাজ হয়েছে এখন
তখন আর বল কিসের ডর !
আমি ভেবে ভেবে হই সারা
এ কাজ করিছে যারা
আমি বেড়াব গাহিয়া হেথায় হোথায় দেশের শত্রু তারা

ধরিতে পারিলে মাথা মুড়াইয়া
ঘোল ঢেলে দেব হাড় গুড়াইয়া
পাড়ায় পাড়ায় মিটিং করিয়া দিব অজস্র গালি
এসে দলে দল জনতা সকল তালে তালে দিবে তালি।
কি জানি কি হোল আজিরে, কি দেখি আজি এ দেশে
মহুতদার আর চোরা কারবারি আড়ালে উঠিছে হেসে
ওরে আয় আয় আয়
এ যে সকলেরই দায়
ভাঙ্গ ভাঙ্গ ভাঙ্গ টাকার এই নেশা কররে সৎ
দিন বদলের পালা যেরে আজ জাগ্রত জনমত।

ভাবছে ওরা

ভাবছে মজুর ভাবছে কৃষাণ
এবার বোধ হয় বাঁচবে না প্রাণ
গত বছরের খরা অজন্মায়, বন্ধকী আছে ক্ষেতে,
হঠাৎ কে এল উহাদের মাঝে
চটপটে বড় কথায় আর কাজে
ডাক দিয়ে বলে ব্যঘ্র কণ্ঠে, ভয় নাই কমরেড।
ভয় নাই ওগো বন্ধু তোমার
এস ভরে তুলি ক্ষেত ও খামার
এস গড়ে তুলি তোমার আমার, জীবনের বনিয়াদ।
এস ভেঙ্গে ফেলি ওই শৃঙ্খল
চুরমার করি শোষণের কল
এস হে কৃষাণ শ্রমিকের দল
কহগো জিন্দাবাদ।

জগুরাম রুটী দাও (২)

জগুরাম রুটি দাও
সারা দেশ চাইছে খেতে
দিল্লী থেকে কি শুনতে পাও ?
জগুরাম রুটী দাও।

জগু—ফির, ফির ওহি গানা সুরু হুয়া। জিস গানা পর ব্রাহ্মণ ভাই নে বিদায় লি। জিস গানা পর বাঙ্গাল কি গদী ছোড়নে পরা। আভি ম্যয় ক্যা করু।

(সোরাবজীর প্রবেশ)

সোরাবজী—আরে জগু ভাই ঘাবড়াও মৎ, সমুচা ঠিক হো জায়গা।

জগু—ও ক্যয় সা ?

সেরাবজী—কুছ নেহী স্রেফ বাৎ বানাতে যাইয়ে আওর বাণী ছোড়তে যাইয়ে। আভি একঠো ভাষণ ছোড়িয়ে কি দো কি তিন সালকে অন্দর ভারত মে খাদ্য সমস্যা নেহি রহেগা।

জগু—সাব্বাস সোরাবজী, আপ সাচমুচ্ দেমাকদার আদমী হায়।

(এমন সময় দড়জার কড়া নড়ে উঠল)

সোরাবজী—কোন হ্যায় ? (বিজয় মুখার্জীর প্রবেশ)

সোরাবজী—আরে মুকুর্জী বাবু আপ এতনা জলদী আসিয়ে গেলেন সাথমে কোন আছেন ?

বিজয়—মিঃ বসু।

সোরাবজী—ও হাঁ হামি নাম শুনিয়েছেন বটে, দাড়াইয়া আছেন কাঁহে বসিয়ে যান। কি বাৎ আছে বোলেন ?

বিজয়—আমরা আপনাদের কাছে খাদ্য এবং আর্থিক সাহায্য চাইতে এসেছি।

জগু—জরুর, জরুর খাদ্য ত হামি জরুর দেবে, লেকিন হামারা ষ্টোরমে আভি চাবল গেঁহু বহুৎ কমতি আছে। লেকিন দো কি তিন সালকে অন্দর ভারত মে খাদ্য সমস্যা নেহী রহেগা।

বিজয়—বিশ সাল ধরে ওই কথা শুনতা হ্যায়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত

কিছুই হুয়া নেই। দেশের জনসাধারণভী ওই সব উপদেশের কথা নেহি শুনেগা।

—দেখিয়ে না বিহারমে আভি দুর্ভিক্ষ সুরু হো গয়া হুঁয়া চাবল গেহুঁ ভেজনে পরেগা।

—ঠিক আছে, কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের আর্থিক সাহায্যের পরিমান কিছু বৃদ্ধি করা হোক।

—ও ক্যায়সা হোগা—বর্ত্তমানে আর্থিক পরিস্থিতি মে জেয়াদা কুছ নেহী মিলেগা।

(মন্দিরার প্রবেশ)

—আপলোকনে কেয়া বাৎ করতে থে ?

—হমনে মুকুর্জী বাবুকো কহতা থা কি আভ চাবল আউর গেঁহু কমতি হায়। আভি এ চিজ নেহী মিলেগা।

—ঠিক বাৎ। আভি বিদেশ সে ভী কই সহায়তা মিলনেকা। আশা নেহী।

—ঘাবড়াইয়ে মাৎ মুকুর্জীবাবু, দো.কি তিন সালকে অন্দর……

—ওই বাৎ ছোড়িয়ে, হামলোক চলতা। (প্রস্থান)।

—যবনিকা—

—২য় দৃশ্য—

(উৎফুল্লের কক্ষ। উৎফুল্লবাবু পায়চারী করতে করতে)

—দিল্লী থেকে ওরা পুরো সাহায্য পাচ্ছে না, দিল্লী অনেক দূর। এবার কোথায় যাবে সব ?

—ব্যাপার কি, কি বলছেন ?

—ভুলে গেলে বন্ধু, এই সেদিনের কথা, অভিশপ্ত আরামবাগের রণাঙ্গন থেকে পশ্চাদপসরণ করেছি বলে আমি কি মরে গেছি। আমি কি ভুলে গেছি জোতদার, মজুতদার পুঁজিদার দের বদান্যতা ? আমি কি ভুলে গেছি বড়বাজারের শেঠিয়া ভাইদের আত্মত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্ত। ওদের এই বিপদের দিনে আমাদের দাঁড়াতেই হবে।

নগেন্দ্র—কিন্তু এই পুঁজিদার, জোতদার, মজুতদারদের পক্ষে দাঁড়া
আপনি কি ফের বাংলার মসনদে ফিরে যাবেন বলে ম
করেন।

উৎ—ভুল, তুমি ভুল করছ নগেন্দ্রনাথ, ওরা পারেনা এমন কে
কাজ নেই। লক্ষ লক্ষ কোটী কোটি টাকার মালিক ওই
ধন কুবেরেরা সব পারে। মুল্য হ্রাস আর মুল্য বৃদ্ধি
ওদের খেলার বস্তু।

নগেন্দ্র—আপনি বোধহয় শুনেছেন রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘেরাও আন্দো
চলছে।

উৎ—উত্তম, একদিকে ঘেরাও আন্দোলনের প্রতিবাদ অর্থ
দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধির সর্বনাশা প্রতিফল তার সাথে
খাদ্যাভাব। শত্রুর শিবির আক্রমণের এইত প্রকৃষ্ট সময়।

নগেন্দ্র—কিন্তু বিপক্ষ দলের সৈন্যসংখ্যা প্রচুর।

উৎ—ভয় কি নগেন্দ্রনাথ, আমাদের বাহুবলও কম নয়। দে
দিকে দিকে জোতদার, মজুতদার, পুঁজিদার, কালাবাজার
উঠেছে, জেগে উঠেছে একচেটিয়া মালিক গোষ্ঠি। ঘেরাওয়ে
বাদে মুখর হয়ে উঠেছে ওরা, বৃথা কালক্ষেপ না করে সম
ঝাপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হও সবাই। বাংলার
পুনরুদ্ধার করতে হবে বন্ধুগণ। প্রাসাদে বাজিবে ফের
বন্দনা, পরিষদ বর্গ সবে সাড়ি সাড়ি দাঁড়াইয়া করিবে
গায়ক গাহিবে গান, নর্ত্তকীর চরণ ছুটি ঘুমুরের তালে
ছন্দে ছন্দে উঠিবে নাচিয়া। পুনরায় অভিষেক হবে সম

—তৃতীয় দৃশ্য—

(স্থান যতীন বসুর কক্ষ। পায়চারী করতে করতে)

যতীন—কেন্দ্রের সাহায্য আজও এলনা বাংলায়।
প্রাত জনপদে খাদ্য অভিযানে হয়নি সুফল।

চক্রান্তের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে ভারাক্রান্ত হতেছে ধরনী।

(নগেন্দ্রনাথের প্রবেশ)

প্র—কিন্তু দেশের মানুষ কি আপনার একথা শুনবে ?

নে—রাজতক্ত সুখের আসন নয় বন্ধু, সিংহাসন লাভ করেই দেখলাম সরকারী শস্য ভাণ্ডার শূন্য। তাই আমাদের আশু কর্ত্তব্য হল খাদ্য সংগ্রহ করা। আমরা তার চেষ্টা করছি।

প্র—কিন্তু যেভাবে মূল্য বৃদ্ধি হতে শুরু করেছে তাতে দেশের লোকের কষ্ট বেড়েছে বই কমেনি।

নে—হ্যাঁ, আমি জানি, ইতিমধ্যেই দেশে চোরা কারবারীরা জেগে উঠেছে। মজুতদাররা হয়ে উঠেছে সক্রিয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করেছে মুনাফা খোর।

প্র—একথা বললেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ?

নে—দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে পারে দিল্লী। তবু আমরাও চেষ্টা করছি তা রোধ করবার। এ সবের জন্য দেশের সর্বত্র গণ-কমিটি গঠন করা হয়েছে।

প্র—কিন্তু, ওই গণ কমিটিতে আমরা নেই। ওতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে জানেন ?

নে—গণ কমিটিতে আপনারা না থাকলেও দেশের মানুষ থাকবে ?

প্র—আপনি কি বলতে চান ওই সব বিশৃঙ্খলা সহ্য করতে হবে ?

নে—এ বিশৃঙ্খলা নয়—এ গণ জাগরণ। মুনাফাবাজী মজুতদারীর প্রতি জনগণের হুশীয়ারী।

প্র—যে আগুন নিয়ে আপনারা আজ খেলায় মেতেছেন সেই আগুনে একদিন .....(বাধা দিয়া)

নে—সাবধান! আমি জানি রাজনীতি মানে খোলা জানালার ধারে শুয়ে ওমর খৈয়ামের কবিতা পাঠ করা নয়। রাজনীতি মানেই আগুন নিয়ে খেলা।

নগেন্দ্র—জেনে রাখুন অবিলম্বে আপনাদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বন্ধ আর সর্বনাশা ঘেরাও বন্ধ করতেই হবে।

যতীন—মালিক পক্ষ ছাটাই লে অফ লক আউট বন্ধ করে স্বার্থের কথা একটু ভাবলেই ঘেরাও আপনাথেকে বন্ধ যাবে। খাদ্যাভাব দূর করার জন্য আমরা পুরো মাত্রায় ... আর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বন্ধ না হলে শেষ পর্য্যন্ত দম দম দাওয়াই শুরু হতে পারে।

নগেন্দ্র—সর্ব্বনাশ! দম দম দাওয়াই (পিছু হঠতে থাকেন) ... আরে! চলে যাচ্ছেন কেন, শুনুন! শুনুন!

যতীন—(দূর থেকে ভেসে এল কণ্ঠ,) ও দাওয়াই টাওয়াইএর ... আমি নেই। (প্রস্থান)

যবনিকা

নিবেদন

"আমাদের বিরস বাংলার সরস কথা" সিরীজের পর পর আটখানি বই প্রভুত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। দেশের বর্ত্তমান সমস্যার উপর লিখিত এই সব বই হাজার হাজার বিক্রী হচ্ছে। এ জন্য আমাদের পাঠকদের সকলকে জানাচ্ছি অকুণ্ঠ ধন্যবাদ।

এই সংঙ্গে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি যারা বই বিক্রী করতে চান তাদের। কমিশন ভালই দেওয়া হয়। প্রেসের ঠিকানায় লেখকের সাথে পত্রালাপ করুন। ইতি— লেখক।

শ্রীরণজিত পাঠক কর্ত্তৃক ১নং গড়ফা মেইন রোড কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও ৮।৪এ, কাশী ঘোষ লেন, বর্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত।